দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ... 0৩ FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ... ১ ... কলাম ... ২ ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় সংসদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাস করে একটি জরুরী দায়িত্ব পালন করলেন। আমরা এ উপলক্ষ্যে সাংসদ সদস্যদের অভিনন্দন জানাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রতিটি শিশুকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষা প্রদানের স্বপ্ন দীর্ঘ দিনের। আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ, সকলেই এ স্বপ্ন লালন করে গেছেন। কিন্তু এ বিপুল উদ্যোগ গ্রহণের শক্তি সাহস কারও হয়ে ওঠেনি। তবু তাঁদের স্বপ্ন আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে আর তারই ফলে চলতি বছরের গোড়ায় প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রথমবারের মত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্যে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। সংসদে এ বিল গৃহীত হওয়ার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হল।

বস্তুত, আর্থিক দৈন্য আর শিক্ষায় পশ্চাদপদতা এই দুই সমস্যা এমনভাবে পরস্পর বিজড়িত যে এদের আলাদা করে দেখাও সম্ভব নয়। আমরা দরিদ্র বলেই শিক্ষায় পশ্চাদপদ। আবার শিক্ষায় পশ্চাদপদ বলেই আমাদের আর্থিক দুর্গতি মোচন অসম্ভব। এই চক্রে আবর্তিত হতে হতেই আমাদের একবিংশ শতকে পা রাখতে হচ্ছে, যখন উন্নত প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে শিক্ষাহীনের অস্তিত্ব রক্ষাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায়, সকল দৈন্য আর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও, শিক্ষিত জাতির ভিত্তরূপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাহসী উদ্যোগের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাহসী ভূমিকা আমাদের সংসদ সদস্যদের অনুপ্রাণিত করায় আমরা আনন্দিত।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গতি আমাদের আছে কিনা এ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। তবে গরজটা যে তার চেয়ে বেশী তা উল্লেখ না করলেও চলে। সংসদ সদস্যরা পরিস্থিতির এই উভয় দিক সচেতনভাবে বিবেচনা করেই বিলটি পাস করেছেন। আমরা তাই আশা করব, এর বাস্তবায়নেও আন্তরিকতার অভাব ঘটবে না। এ প্রসঙ্গে পুরানো প্রবাদ উল্লেখ করে বলা যায় যে, ইচ্ছা থাকলে কোন কাজ আটকায় না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে সুদৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে; প্রেসিডেন্টের ঘোষণা এবং সংসদে বিল পাস হওয়ার মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটেছে। সম্পদের অপ্রতুলতা তাই আর বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা কাজী জাফর আহমদ তাঁর ভাষণে এ দিকটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে বলেন, বাইরের সাহায্য পাওয়া না গেলেও নিজেদের সীমিত সম্পদ দ্বারাই পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

এ ধরনের বৃহৎ কর্মসূচীর পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হওয়া কোন নতুন ব্যাপার নয়। চীনসহ বিশ্বের বহু দেশেই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্য দিকে, আমাদের যেটুক সম্পদ আর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তার পরিকল্পিত এবং সুষ্ঠু ব্যবহার মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সম্ভব। তবে এ সবই বিশেষজ্ঞদের বিবেচ্য বিষয়। খুঁটিনাটি তারাই নির্ধারণ করবেন। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, এই বিলের বাস্তবায়ন জাতীয় জীবনে নতুন যুগের সূচনা ঘটাবে।